বড়দিন চুরি হয় গ্যাছে

স্যান্টাক্লসের সাথে আমার পরিচয় -আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি । তার মানে কি তার আগে স্যান্টাক্লসের জন্ম হয়নি? অবশ্যই হয়েছিল । তা না হলে, ক্লাস নাইনে ঐ বুড়ো স্যান্টাক্লসের সাথে দেখা হলো কি করে? স্যান্টাক্লস তখনও ছিল- কিন্তু আমার সাথে দেখা হয়নি । আরো সহজ ভাষায়- আমি আমার ছেলে বেলায় ঐ স্যান্টাক্লসের উপহার আমার বালিসের নীচে পাইনি । কারন আমি তাকে চিনতাম না । সেও আমাকে জানতো না । আমি হয়ত আমার ছেলেবেলায় তার ছবি দেখেছি- কিন্তু জানতাম না সে কে? কি তার কাজ? তাই তাকে বড়দিনের আগে মনের মাধুরী মিশিয়ে সারা বছর 'না পাওয়ার তালিকা' থেকে বেছে বেছে প্রিয় জিনিষগুলোর কথা কখনই বলা হয়নি । স্যান্টাক্লসের মূল ঘটনা যখন জেনেছি- তখন ভীষন অবাক লেগেছে তার গল্প শুনে ।

উনার আসল নাম ডাচ ভাষায় সিন্টার ক্লস, ফ্রেঞ্চ ভাষায় সেন্ট নিকোলাস আর আমেরিকানরা সেটা পরিবর্তন করে বানিয়েছে স্যান্টাক্লস । তিনি ছিলেন তুর্কীর একজন বিশপ যার জন্ম হয়েছিল ২৮০ সনে এবং মৃত্যু হয়েছিল ৩৪২ সনে । তিনি যে কারনে সবার প্রিয় হয়েছিলেন - তা হলো- দরিদ্রদের জন্য তার ভালোবাসা । বড়দিনের সময় - সেই বিশপ দরিদ্রদের মাঝে উপহার বিতরন করে বেড়াতেন । এমনও কথা আছে যে তিনি ছোট মেয়েদের 'পতিতাবৃত্তি' থেকে রক্ষা করার জন্য ওদের বিয়ের যৌতুক পযর্ন্ত দিতেন । গল্পটা এরকম । সেন্ট নিকোলাস একদিন উপহারের ঝুড়ি নিয়ে হাটছিলেন । এমন সময় শুনতে পেলেন যে একজন দরিদ্র বাবা তার তিন মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভীষন চিন্তিত । কারন মেয়েদের বিয়ে দেয়ার মত টাকা তার হাতে নেই । সেন্ট নিকোলাস একটা থলিতে কিছু সোনার কয়েন ভরে চিমনী দিয়ে ছুড়ে দিলেন । চিমনীর অপর প্রান্তে ঝোলানো ছিল একজোড়া মোজা । সেই থলি সোজা গিয়ে পড়লো সেই মোজার ভিতর । সেই দরিদ্র বাবা সেই অর্থ দিয়ে তার তিন মেয়ের বিয়ে ঠিক করলো । আর তারপর থেকে ক্রিসমাস ডে -তে মোজায় ভরে উপহার দেয়ার রেওয়াজ শুরু হলো । এই মানুষটির এমন ভালোবাসার কারনেই নেদারল্যান্ডে ৫ই ডিসেম্বর সেন্ট নিকোলাস সন্ধ্যা পালন করা হতো ।

সেন্ট নিকোলাসের এই মানবিক কাজটি জনপ্রিয় হয়ে উঠে ১৭০০ সনের পরে । তখনও সেন্ট নিকোলাস -স্যান্টাক্লস হয়ে উঠেনি । আমরা এখন স্যান্টাক্লসকে একটি স্লে তে আটটি রেইন ডিয়ার সহ দেখি । এই স্লে আর আটটি রেইন ডিয়ার -স্যান্টা ক্লসের সাথে যোগ হয়েছে ১৮২৩ সনে । ভাবুন তো ..সেই ৩২০ সনে সেন্ট নিকোলাস কিভাবে চলাফেরা করতো?

আসলে সেন্ট নিকোলাসের বারোটা বাজিয়েছে আমেরিকা । সেই ১৯০৮ সনে তারা সেন্ট নিকোলাসকে 'স্যান্টাক্লস' বানানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছিল এবং তখন থেকেই সেন্ট নিকোলাস তার ধর্মীয় পরিচয়- 'বিশপ' এর বৈশিষ্ট হারানো শুরু করেছিল । সেন্ট নিকোলাস কিন্তু আগে লাল রং এর জামা পড়তো না । বিভিন্ন রংয়ের জামায় সেজে সেন্ট নিকোলাস তার ভালোবাসা বিলিয়ে যেত । ব্যবসায়ীরা তখনও তার জনপ্রিয়তার কথা টের পায়নি । আর যখন সেটা টের পেল তখন তারা এক মুহূর্তও দেরী করেনি । এ ব্যাপারে সবচেয়ে বিচক্ষণের পরিচয় দিয়েছে 'কোকাকোলা' । তারা ঝটপট চেষ্টা চালালো স্যান্টাক্লসকে দিয়ে কোকাকোলা বিক্রি করা যায় কিনা । ব্যস..যেই কথা সেই কাজ । তারা স্যান্টা ক্লসকে নতুন রং-এ সাজালো । বলুন তো কি রং? হ্যা...লাল আর সাদা । ঠিক ধরেছেন.কোকা কোলার রং যে লাল আর সাদা ! সেই থেকে স্যান্টা ক্লজের পোষাক হয়ে গেল লাল আর সাদা । এই সব হয়েছে সেই ১৯৩০ সনের দিকে । তারপর স্যান্টাক্লস আরো মডার্ণ হয়েছে । সেই সাথে ব্যাবসায়ীরা তাদের চোখ দিয়েছে এই পণ্যের দিকে । স্যান্টাক্লস দিনে দিনে ব্যবসায়িক পণ্য হয়ে উঠেছে ।

আমি স্যান্টাক্লসকে না হয় ক্লাস নাইনে চিনেছি । কিন্তু আমার ছেলে ঋভু, সে তাকে চিনেছে জ্ঞান হবার পর থেকে । অতএব সে যথারীতি স্যান্টাক্লসকে চিঠি লিখতো এবং আমরা তার স্যান্টাক্লস হয়ে সেই উপহার বালিশের নীচে রেখে দিতাম । আমাদের সবচেয়ে বিপদ হয়েছিল যখন আমরা বড়দিনের সময় তাসমানিয়া যাবার পরিকল্পনা করলাম । আমরা যখন মেলবোর্নে- তখন ঋভু কিছু আব্দার করে বসলো । ওর ধারনা-স্যান্টাক্লস সেটা এনে দিবে । তখন রাত ৯টা, ২৪শে ডিসেম্বর । মেলবোর্ণের সকল মার্কেট বন্ধ । আমার আর মৌসুমীর ত্রাহি ...ত্রাহি অবস্থা । সেন্ট নিকোলাস বোধহয় আমাদের অবস্থা বুঝতে পেড়েছিল । আমরা একটা পেট্রল ষ্টেশনে থামলাম এবং আশ্চর্যভাবে ঋভু যে খেলনাটি চেয়েছিল-ঠিক সেটাই পেয়ে গেলাম । ঋভু মনে প্রানে বিশ্বাস করলো যে ওটা স্যান্টাক্লস ওকে দিয়েছে ।

আমার তখন মনে হচ্ছিল- আসলে আমি ঠিক কাজটি করছি কিনা? আমি কি আমার সরল মনের শিশুকে ভুল কিছু শিখাচ্ছি ? স্যান্টাক্লস বলে

কেউ নেই। ঠিক তখনই একটি মজার রির্সাচে চোখ পড়লো। আমেরিকার ৮৫% লোক তাদের ছেলেবেলায় স্যান্টাক্লসকে বিশ্বাস করতো। আট বছর বয়স থেকে তারা বুঝতে শুরু করতো যে স্যান্টাক্লস বলে কেউ নেই। তবে দশ বছরের ছেলেমেয়েদরে মাঝে ১৫% কিন্তু গভীরভাবে স্যান্টাক্লসকে বিশ্বাস করতো।

আমিও একসময় এক কঠিন বাস্তবে এসে ঋভুর মুখামুখি হলাম। ঋভু সাত বছর বয়সে সরাসরি জিঞ্জেস করে বসলো- স্যান্টাক্লস সত্য কিনা! আমি কি বলব? নিজেকে মিথ্যাবাদী হিসাবে প্রমান করবো? ঋভুর কাছে আমি ঈশ্বরের মতো। আমি ওকে মিথ্যে বলবো কেন? আমি সময় নিয়ে গুছিয়ে বললাম- 'স্যান্টাক্লস আসলে কোন মানুষ নয়। এটা হচ্ছে একটা 'স্পিরিট'- যে সকল দরিদ্র শিশুদের মুখে হাসি ফুটাতে চেয়েছিল। এই মানুষটি মরে গ্যাছে অনেক বছর আগে..কিন্তু সে কিছু কাজ আমাদের জন্য রেখে গ্যাছে। আমরা প্রত্যেকেই একজন স্যান্টাক্লস। আমরা ইচ্ছা করলেই অনেকের জন্য অনেক কিছু করতে পারি।

ঋভু অবাক হয়ে জিঞ্জেস করে, 'মানে?'

আমি আরো আগ্রহ ভরে বলি, 'এই তুমি ইচ্ছে করলে অনেকের জন্য স্যান্টাক্লস হতে পারো। ওদের জানার দরকার নেই কে, কোথা থেকে উপহার পেয়েছে...মূল বিষয়টি হলো..তুমি কাউকে এই বিশেষ দিনে একটু খুশী করতে পেরেছো কিনা?'

ঋভু এই কথাটি মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছে। গত বছর বড়দিনে সে ৫ ঘন্টা নিজের ঘরের অনুষ্ঠান ফেলে রাস্তার শিশুদের সাথে 'ক্রিসমাস' পার্টি করেছে। ঋভু লাল সাদা কোন ড্রেস পড়েনি- কিন্তু আমার মনে হয়েছে- সেদিন ঋভু সত্যিই 'স্যান্টাক্লস' হয়েছিল।

সমস্যা হচ্ছে তখনই যখন ঋভু সিডনীর বিভিন্ন শপিং মলে ঐ স্যান্টাক্লস দেখে -যারা পন্য বিক্রি করে। হ্যা ..স্যান্টাক্লস এখন ব্যাবসায়ীদের হাতে। এই যাত্রা শুরু করেছিল সেই কোকাকোলা আর এখন সেই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জগতের সকল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। ডিসেম্বর মাসে তো ব্যবসায়ীদের চাপে ভুলতে বসেছি যে এটা আসলে যীশুখ্রীষ্টের মাস। এই দিনে যীশুখ্রীষ্ট জন্মেছিলেন। কিন্তু এখন ব্যবসায়ীদের মার-মুখী আক্রমনে ভুলতে বসেছি যে ডিসেম্বরে একজন বড় ধর্মীয় নেতা জন্মেছিলেন। সারা বাজার..স্যান্টক্লসে ভরা...এ যেন স্যান্টাক্লসের জন্মদিন! স্যান্টাক্লস, যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন রীতিমত চুরি করে নিয়েছে। আর এই কাজটি করেছে ঐ ব্যবসায়ীরা। এবার অষ্ট্রেলিয়ায় প্রায় সাড়ে ছয় বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই বিক্রি ত্বরান্বিত করার জন্য সবচেয়ে লাগসই মাধ্যম হচ্ছে স্যান্টাক্লস। অষ্ট্রেলিয়া অবশ্য এই ব্যবসায় একটু এগিয়ে আছে। ডিসেম্বরে এখানে ভীষন গরম। তাই ঐ বরফের যত সব ডেকোরেশন পিস আছে তা তো আর এই ডিসেম্বরে বিক্রি করা যাবে না। ব্যবসায়ীরা নতুন ফন্দি আটলো। যেহেতু অষ্ট্রেলিয়ায় জুন মাসে শীত পড়ে তাই সারা অষ্ট্রেলিয়ার 'ক্রিসমাস ইন জুন' বলে একটি সময় কাটানো হয়- যখন জগতের সকল পায়তারা চলে যে কিভাবে ঐ শ্লো এর সকল ডেকোরেশন মানুষের কাছে বিক্রি করা যায়। এখানের মানুষগুলোও বটে। এত সরল যে এরা কিভাবে হয় বুঝিনা। দল বেঁধে মানুষ 'ক্রিসমাস ইন জুন' এ শপিং করে।

সারা পৃথিবীতে এই স্যান্টা ক্লস নিয়ে বির্তক আছে । কিন্তু আমার সব সময় মনে হয়েছে যে বড়দিন অনেক আগেই চুরি হয়ে গ্যাছে। আর এই ব্যবসায়ীরা স্যান্টাক্লসকে ব্যবহার করেছে মানুষের সহজ, সরল বিশ্বাসকে প্রতীক হিসাবে। চুরি হয়ে গ্যাছে বড়দিনের ডেকরেশন। ঢাকার পত্রিকাতে বড়দিনের ছবি ছাপা হতো পাচঁ তারা হোটেলের ক্রিসমাস ট্রি আর স্যান্টাক্লসের ছবি ছাপিয়ে। কেউ প্রতিবাদ করেনি। কেউ বলেনি যে ঐ ক্রিসমাস ট্রি আর স্যান্টাক্লস আমাদের বাংলাদেশের খ্রীষ্টান সমপ্রদায়কে প্রতিনিধিত্ব করে না। আমাদের গ্রামে এখনও বড়দিন পালন হয় বাড়ি বাড়ি কীর্তন করে, পিঠা বানিয়ে আর অতিথি আপ্যায়ন করে।

আমি ব্যক্তি স্যান্টাক্লসকে বিশ্বাস করি না। কিন্তু মনে প্রানে বিশ্বাস করি যে আমরা প্রত্যেকে একজন স্যান্টাক্লস হয়ে উঠতে পারি। একজন মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয় না।

জন মার্টিন

অভিনেতা, নির্দেশক, নাট্যকার

probashimartins@gmail.com